IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:

Mr. Justice Zafar Ahmed

Civil Revision No. 1836 of 2021

In the matter of:

Md. Mahatab Uddin being dead his legal heirs Most. Mahfuza Begum and others

Plaintiff-appellant-petitioners

-Versus-

Executive Engineer and others

Defendant-respondent-opposite parties

Mr. Partha Sarathi Mondal, Advocate

...For the petitioners

Mr. Sajal Ahmed, Advocate

... For the opposite party Nos. 1-4

Heard on: 05.01.2026
Judgment on: 12.01.2026

The plaintiff-appellant-petitioners have filed this revisional application under Section 115 of the Code of Civil Procedure challenging the judgment and order No. 42 dated 04.03.2021 passed by the learned Joint District Judge, 3rd Court Naogaon in Miscellaneous Appeal No. 52 of 2016 dismissing the same and affirming the judgment and order No. 6 dated 21.08.2016 passed by the learned Assistant Judge, Mahadebpur Court, Naogaon in Other

Class Suit No. 58 of 2016 passing an order of *status quo* on an application under Order 39 rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908 filed by the plaintiff.

The present petitioners as plaintiffs filed the instant suit for permanent injunction impleading various offices of the Government as defendants. In the said suit, the plaintiffs filed an application for temporary injunction. On hearing the parties, the trial Court, vide order dated 21.08.2016 passed an order of *status quo*. Being aggrieved, the plaintiffs filed miscellaneous appeal which was disposed of by the learned Joint District Judge, 3rd Court, Naogaon, who, vide judgment and order dated 04.03.2021 dismissed the said miscellaneous appeal. Being aggrieved, the plaintiffs moved this Court and obtained the instant Rule. No interim order was passed at the time of issuance of the Rule.

The appellate Court below observed, "উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং স্থানীয় তদন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নালিশী ৫২৯, ৫৩৩ দাগের জমি ও সরকারী ৫২৭, ৫২৮ দাগের জমি পাশাপাশি এবং লাগুয়া। নালিশী ৫২৯, ৫৩৩ দাগের পশ্চিম-দক্ষিণ পাশ দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সাধারণ বাঁধ নির্মাণ করা হয় দাগের শেষ সীমানা থেকে। আর স্থানীয় তদন্তে সবুজ চিহ্নিত সরকারী জমি এবং কমলা চিহ্নিত বাদীর জমি পাশাপাশি। মাঝখানে কোন গ্যাপ নাই। আবার আপীলকারী/বাদী তার দরখাস্তে লাল ও কালো চিহ্নিত দেখানো হাত নকসায় দেখা যায়, সরকারী বাঁধ ও বাদীর জমি পাশাপাশি। মাঝে কোন গ্যাপ নাই। অথচ আপীলকারী/বাদী দাবি করেন যে, সরকারী বাঁধের জমি এবং বাদীদের জায়গার মাঝখানে

অনেক গ্যাপ আছে। অর্থাৎ নালিশী জমির পর কিছু জমি ফাঁকা রয়েছে, তারপর বাদীর জায়গায় স্থাপণা নির্মাণ করা হয়েছে। আপীলকারী/বাদী বিচার চলাকালিন অত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন। চূড়ান্ত শুনানী এখনো বাকী। যদি আপীলকারী/বাদীর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয় এবং সেখানে বাদী স্থাপণা নির্মান সম্পন্ন করে তবে পরবর্তীতে চূড়ান্ত শুনানীতে আপীলকারী/বাদীর স্থাপণা অবৈধ প্রমাণিত হলে উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভবনা থাকবে। সেক্ষেত্রে চুড়ান্ত শুনানী না হওয়া পর্যন্ত উভয়পক্ষকে ধৈর্য ধরা উচিত। যেহেতু নালিশী জমি ও সরকারী জমি পাশাপাশি। সরকারী জমিতে বাঁধ রয়েছে যা জনগণের বৃহৎ স্বার্থে নির্মান করা হয়েছে। অপরদিকে, বাদীর স্থাপণা ব্যক্তি স্বার্থে নির্মান হবে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ স্বার্থ প্রাধান্য পাবে। তাছাড়া বিচার-শুনানী কালে প্রকৃতপক্ষে নালিশী জমি বাদীর স্থাপণা নির্মান সঠিক কিনা জানা যাবে। ফলে মহাদেবপুর সহকারী জজ ৫৮/২০১৬ নং অং প্রঃ মোকদ্দমার গত ২১/০৮/২০১৬ ইং তারিখের আদেশে উভয়পক্ষত্রে স্থিতিবস্থা (*Status quo*) প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুর করে আইনগতভাবে সঠিক করেছেন বলে এই আদালত মনে করেন।”

Heard the learned Advocates of both sides and perused the materials on record. I find no illegality or infirmity in the order passed by the appellate Court below which is based on the materials on record. Hence, the Rule fails.

In the result, the Rule is discharged. The judgment and order passed by the appellate Court below is affirmed.